সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: কিছু তথ্য

জন্ম এবং পরিবার

জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ (২১ ভাদ্র ১৩৪১)। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে।

পৈতৃক বাড়ি : অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাইজপাড়া গ্রামে।

বাবা ও মা : কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মীরা গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাইবোন: জ্যেষ্ঠ সন্তান সুনীল। পরের দু-ভাই অনিল (১৯৩৮) ও অশোক (১৯৪০) গঙ্গোপাধ্যায়। একমাত্র বোন কণিকা (১৯৪২)।

কলকাতায় চলে আসা এবং বিভিন্ন বাসস্থান

বাবা টাউন স্কুলের শিক্ষক। এই সূত্রে কলকাতা ও অবিভক্ত পূর্ববঙ্গ দু-জায়গাতেই থাকা। মোটামুটি ১৯৪৪ থেকে পূর্ববঙ্গে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৪-১৯৪৩ : অবিভক্ত পূর্ববঙ্গের বাড়ি এবং কলকাতায় রামধন মিত্র লেন ও মসজিদবাড়ি স্ট্রিট-এর দুটি ভাড়াবাড়ি।

১৯৪৩-১৯৪৪: দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় এক বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে মাইজপাড়ায় ছিলেন।

১৯৪৪-১৯৫৩ মে: গ্রে স্ট্রিট-এর ওপর একটি গলির ভেতর, ৩ নং দুর্গাদাস মুখার্জি স্ট্রিট।

১৯৫৩ জুন - ১৯৫৭ জুন: ২বি বৃন্দাবন পাল লেন।

১৯৫৭ জুন - ১৯৬২ জানুয়ারি : ২২ নং শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪।

১৯৬২ জানুয়ারি - ১৯৬৯ জুন : দমদমের সাতগাছি। ঠিকানা : ৩২/২ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৮।

১৯৬৯-এ জুনের পরের তিন মাস: সাউথ এন্ড পার্ক-এর একটি ভাড়াবাড়ি।

১৯৬৯-১৯৭৭: ঢাকুরিয়া ব্রিজের নীচে CLT-র উলটোদিকে একটি বাড়ি। ঠিকানা : ৩৭/২ গড়িয়াহাট রোড (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০ ০২৯।

১৯৭৭-২০১২ (২৩ অক্টোবর): ২৪ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস, পারিজাত, ফ্ল্যাট এ ২/৯, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

১৯৮৯ : শান্তিনিকেতনে তৈরি করা বাড়িতে গৃহপ্রবেশ।

পড়াশোনা

টাউন স্কুলে অঙ্ক ও ভূগোল-এর শিক্ষক ছিলেন বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়। পিতার কর্মসূত্রে এই স্কুলে ভরতি হয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ১৯৫০ সালে। স্কুল ফাইনালের পর এক বছর বিজ্ঞান নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ে ছেড়ে দিয়ে ১৯৫১ সালে আই এস সি পড়তে ভরতি হন দমদম মতিঝিল কলেজে। এর পর ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়ে ভরতি হন আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি কলেজে। অনার্স পরীক্ষা না দিয়ে ১৯৫৪ সালে এখান থেকে বিএ পাশ করেন। এই কলেজে সমসাময়িক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়। চার বছর বাদে ১৯৫৮ সালে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ পাশ করেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে।

টিউশনি

পরিবারের আর্থিক সুরাহা এবং 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার খরচ সামলানোর জন্য বহুদিন টিউশনি করতে হয়েছে। সমসাময়িক বন্ধুদের লেখায় জানা যায় ভালো বেতনের টিউশনি জোগাড় করার ব্যাপারে সুনীল ছিলেন অদ্বিতীয়। বিশেষত প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন তখনকার সময় অনুযায়ী ঈর্ষণীয় বেতনের গৃহশিক্ষকতার কাজ।

সিগনেট প্রেস, ডি. কে. ও কৃত্তিবাস

দীপক মজুমদার ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একসঙ্গে কবিতার বই বার করবেন বলে সিগনেট প্রেস-এর কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত-র (ডি. কে.) কাছে গিয়েছিলেন। পরামর্শ এবং ডি. কে.-র ঠিক করে দেওয়া নামে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩ সালের শ্রাবণ মাসে।

ডি. কে. প্রতিষ্ঠিত 'হরবোলা' নাট্যদলে যোগদান ১৯৫৩ সালে। এই সূত্রে কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সন্তোষ রায়-এর সান্নিধ্য। 'হরবোলা' নাট্যদলের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্রনাথ-এর 'মুক্তধারা' নাটকে বিভূতি চরিত্রে অভিনয়।

প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ

প্রথম কবিতাবই *একা এবং কয়েকজন* প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে 'সাহিত্য প্রকাশক' সংস্থা থেকে। প্রকাশক ঘনিষ্ঠ বন্ধু চাইবাসার সমীর রায়চৌধুরী।

প্রথম উপন্যাস ১৯৬৬-র শারদীয় ' দেশ' পত্রিকায় 'আত্মপ্রকাশ'। প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই একই বছরে 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে গ্রন্থপ্রকাশ। প্রকাশক ফণিভূষণ দেব।

চাকরি

১৯৫৩ সালে কিছুদিন পারিবারিক প্রয়োজনে মুদির দোকানে হিসেব রাখার কাজ করেছেন। ইউনেস্কোর অ্যাডাল্ট এডুকেশন স্কিমে হাবড়াতে তিন মাস চাকরি করেন ১৯৫৪ সালে। ওই বছরই নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেইনি হিসাবে সতেরো দিনের চাকরি। ১৯৫৭ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর্সে (নীলরতন সরকার হাসপাতালের পাশে) করণিকের চাকরি, মাইনে ১২৫ টাকা। ১৯৫৯ সালে সকালের এই চাকরির সঙ্গে বিকেলে 'জনসেবক' নামে কংগ্রেসি দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় পাতার সম্পাদনার পার্ট-টাইম কাজ। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে এইসময় প্রচুর ফিচার লিখতে হত। 'নীললোহিত', 'নীল উপাধ্যায়' এবং 'সনাতন পাঠক' ছদ্মনামও নেওয়া এই কারণেই। ১৯৭০ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাব-এডিটারের চাকরি। জীবনের শেষদিন অবধি এই সংস্থার সঙ্গেই ছিলেন।

১৯৬১-১৯৬৩

বাবার মৃত্যু ১৯৬১ সালের ২৯ জানুয়ারি। ১৯৬২ সালে কলকাতা আগমনের সূত্রে

প্রখ্যাত বিট কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ এবং তাঁর সঙ্গী পিটার অর্‌লভস্কির সঙ্গে আলাপ। গিন্‌সবার্গের সঙ্গে এই সখ্য বজায় ছিল গিন্‌সবার্গের মৃত্যু পর্যন্ত। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেল-এর আমন্ত্রণে এবং বৃত্তি পেয়ে এক বছরের জন্য সাহিত্য কর্মশালায় যোগদান। যাওয়ার সময় কোনো চাকরিতে ইস্তফা না দিলেও আইওয়া থেকে ফিরে এসে পুরনো চাকরির দিকে ফিরেও তাকাননি।

বিবাহ ও সন্তান

১৯৬৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে। একমাত্র ছেলে পুপলুর (শৌভিক) জন্ম ওই বছরেরই ২০ নভেম্বর।

চলচ্চিত্র মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৬৭ সালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ধার মেটাতে 'জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়িত করেন ১৯৬৯ সালে। ১৯৬৯ সালে 'সাজঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাস থেকে সত্যজিৎ রায় সিনেমা করেন ১৯৭০-এ। ১৪ আগস্ট ১৯৭৮-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'বারবধূ' ছবির সহ-চিত্রনাট্যকার। 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' অবলম্বনে হিন্দিতে নির্মিত 'শোধ' চলচ্চিত্রের হিন্দি চিত্রনাট্য রচনা। ২০১২-তে গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'মনের মানুষ' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। এ-ছাড়া আরো বহু কাহিনি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

বিদেশভ্রমণ

১৯৬৩ : পল এঙ্গেল-এর আমন্ত্রণে আইওয়া ভ্রমণ।
১৯৮১ : সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, কেনিয়া ভ্রমণ।
১৯৮৮ : ভারত উৎসবে যোগ দিতে সরকারি আমন্ত্রণে চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ।
১৯৮৯ : ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ভ্রমণ। অক্টোবর মাসে ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারে যোগদান।
১৯৯০ : সোভিয়েত ইউনিয়ান, রাশিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি ভ্রমণ।
১৯৯২-২০১২ : কানাডা, জাপান, মালয়েশিয়া, চিন, বাংলাদেশ, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, আমেরিকা, লন্ডন, প্যারিস, সুইট্‌জারল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, কলম্বিয়া, জার্মানির মিউনিখ, টরেন্টো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ। (তালিকা অসম্পূর্ণ)

পুপলু (শৌভিক) উবাচ

১৯৯৭ : আগস্ট মাসে চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে বিয়ে।
২০০৬ : ৪ নভেম্বর পুপলু ও চান্দ্রেয়ীর পুত্র অয়নের জন্ম।

প্রাপ্ত পুরস্কারসমূহ

১৯৭২ ও ১৯৮৯ : দু-বার আনন্দ পুরস্কার। দ্বিতীয়বার *পূর্ব পশ্চিম* উপন্যাসের জন্য।
১৯৭৯ : আকাশবাণী থেকে জাতীয় কবির সম্মান।

১৯৮০ : 'শোধ' ছবির চিত্রনাট্যের জন্য স্বর্ণকমল পুরস্কার।
১৯৮৩ : *সেই সময়* উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিম পুরস্কার'।
১৯৮৫ : *সেই সময়* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।
১৯৮৯ : সাহিত্য সেতু পুরস্কার
১৯৯৯ : শারদীয় 'বর্তমান'-এ প্রকাশিত 'নীললোহিতের গল্প' উপলক্ষে পান 'আনন্দ স্নোসেম' পুরস্কার।
২০০২ : রামমোহন ফাউন্ডেশন থেকে সারাজীবনের লেখালেখির জন্য 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' অ্যাওয়ার্ড।
২০০৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় নামাঙ্কিত পুরস্কার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট।
২০০৪ : *প্রথম আলো* গ্রন্থের জন্য সরস্বতী সম্মান।
২০১১ : 'ফকির'-এর জন্য 'হিন্দু লিটারারি অ্যাওয়ার্ড'।
২০১২ : স্টার আনন্দ দেয় 'সেরা বাঙালির সম্মান'।

প্রতিষ্ঠিত সংস্থা

১৯৮২ : রণজিৎ গুহ, সুরজিৎ ঘোষ, ডা. ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. জয়ন্ত সেন, স্বাতী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কল্যাণ মজুমদার 'বুধসন্ধ্যা'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকেই নাটক করে টাকা তুলে 'বুধসন্ধ্যা' বহু সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছে।
১৯৮৫ : নিম্নবিত্ত মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলবার জন্য তার আনুকূল্যে বনগাঁয় তৈরি হয় 'পথের পাঁচালী' সংস্থা।

অন্যান্য তথ্য

১৯৮৫ : চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বন্ধ হয় 'কৃত্তিবাস'। ১৯৯৮ সালে নবপর্যায়ে 'কৃত্তিবাস' প্রকাশ এবং 'কৃত্তিবাস পুরস্কার' (যা আগে ছিল পরে বন্ধ হয়ে যায়) পুনঃপ্রবর্তন।
১৯৯৯ : ১৯ মে তাঁর সভাপতিত্বে ইংরেজি 'ক্যালকাটা'কে 'কলকাতা' করবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।
২০০২ : কলকাতার শেরিফ পদে মনোনয়ন।

সমাপন

শরীর ২০১২ সালের প্রথম থেকেই স্ববশে ছিল না। এই অবস্থাতেও 'বুধসন্ধ্যা'র নাটকে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন।
প্রয়াণ : ২৩ অক্টোবর ২০১২ মহাষ্টমীর মধ্যরাতে।